## সাতদিন

**৫ নবেম্বর :** প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন শুক্রবার নির্ধারণ করা হয়েছে।

পুলিশের অতিরিক্ত আইজি মোদাব্বির হোসেনকে নতুন আইজিপি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

**৬ নবেম্বর :** আগামী ৩১ ডিসেম্বর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়।

**৭ নবেম্বর :** সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় জতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত।

**৮ নবেম্বর :** বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে কোকাকোলা টেস্ট ক্রিকেট অনুষ্ঠিত।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংস্কার বাস্তবায়নে নতুন সরকারের অবস্থান জানার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর একটি মিশন কাজ শুরু করেছে।

পুলিশের ইন্সপেক্টর, থানার ওসি থেকে নিম্ন পর্যায়ে কনস্টেবল পর্যন্ত সাতটি পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও সদস্যদের মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

**৯ নবেম্বর :** জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী আসম আবদুর রব দীর্ঘ ১ মাস ১০ দিন কারাভোগের পর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।

মাগুরা ও ভৈরবে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে ৫২ জন আহত।

**১০ নবেম্বর :** প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য বিএনপি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সংসদের উপনেতা ও দলীয় স্থায়ী কমিটি সদস্য অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে মনোনয়ন দিয়েছে।

**১১ নবেম্বর :** প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে নতুন ৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে।

পুলিশের ৪ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর ও একজনকে ওএসডি করা হয়েছে।

# সরকারের এক মাস

**ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই জোট সরকারে চলছে এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তা। সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে নানা বিষয়ে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত শতদিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ ঢিমে তালে চলছে। শুধু শুক্রবার ছুটি ঘোষণা বাদে সরকারে সফলতা দৃশ্যত কম... লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য**

চারদলীয় জোট সরকার ইতিমধ্যে এক মাস অতিবাহিত করেছে। মূলত অতিবাহিত হয়েছে মধুচন্দ্রিমার এক মাস। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল ইতিমধ্যে জোট সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতার পর্যালোচনা করতে শুরু করেছে। যদিও প্রথম এক মাস কোনো সরকারের জন্য সীমিত সময়।

পয়লা অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। গত ১০ অক্টোবর জোট নেত্রী খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ১৯ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি প্রথম একশ' দিনে পঁচিশটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ঘোষিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে অগ্রগতি চলছে ধীরলয়ে।

ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রতিদিনই সরকারকে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে চলতে হচ্ছে। আফগানিস্তানের অব্যাহত মার্কিন হামলায় দেশের অর্থনীতি বেশ নাজুক হয়ে পড়েছে। কমে গেছে দেশে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানোর পরিমাণ। আন্তর্জাতিক মন্দার কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে নেমেছে ধস। প্রায় এক হাজার গার্মেন্টস ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। হিমায়িত চিংড়ির এক-তৃতীয়াংশ রপ্তানি কমে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত এ যুগের মধ্যে সবচেয়ে কম পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে।

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে আর্থিক সহযোগিতার আহবান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রেও মিলছে না তেমন প্রতিশ্রুতি। বরং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ নানা ধরনের শর্ত অরোপ করে চলছে। সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ছাড়াই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদরুদ্দোজা চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসেছেন।

গ্যাস রপ্তানি সিদ্ধান্তের বিষয়ে জোট সরকার

পড়েছে বিপাকে। গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক মহল চাপ প্রয়োগ করেই চলছে। অপরদিকে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিয়েছে। বাম গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট ইতিমধ্যে ১৫ নবেম্বর হরতাল ডেকেছে। ফলে সরকারকে স্পর্শকাতর ইস্যুটিতে খুব হিসেব করে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তবে সরকার আগামী সপ্তাহে গ্যাস রপ্তানি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

গত এক মাসে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস সরকারকে সবচেয়ে বিপাকে ফেলেছে। কারণ সরকার সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেছে। দৃশ্যত সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতা জনগণকে হতাশ করছে। প্রতিদিন আসছে লোমহর্ষক খুনের সংবাদ। চাঁদাবাজি রেকর্ড ছাড়িয়েছে। দখলের পালাবদল সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিরাজ করছে উত্তপ্ত পরিবেশ। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্রুসেড ঘোষণা দৃশ্যত কোনো কাজে আসছে না। নির্বাচনোত্তর বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন আন্তর্জাতিকভাবে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। সরকার সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও দেশত্যাগের বিষয়টি মন্ত্রী, সচিব, কূটনৈতিক

পর্যায়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরেজমিন তদন্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. কামাল সিদ্দিকীর নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করার অনুরোধ করা হয়েছে। তবে আশার ব্যাপার নানা প্রতিকূলতার মাঝেও সরকার বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত ১৭ অক্টোবর সচিবালয়ে সচিবদের সাথে প্রথম বৈঠকে পাঁচটি সচিব কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রশাসন সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গঠিত এই পাঁচটি কমিটি ইতিমধ্যে তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা কমিটির ২১ দফা, প্রশাসন সংস্থার কমিটির ৬ দফা এবং আর্থিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে। চলছে বিগত সরকারের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের কার্যক্রম। সাপ্তাহিক ছুটি একদিন ঘোষণা করে সরকার তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। আগামী সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল হতে পারে বলে জানা গেছে। আইনটি বাতিল করার জন্য কার্যক্রম চলছে। জাতীয় সংসদ হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান বিরোধী দল সংসদে অনুপস্থিতির কারণে সংসদে প্রধান অধিবেশনটি নিষ্প্রাণ হয়েছে। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন ছাড়া সংসদে তেমন কোনো কাজ হয়নি। সংসদের পরিস্থিতি দেখে সাধারণ মানুষ হয়েছে আশাহত।

সরকারের এক মাসের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিএনপি'র মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন, আমরা গত এক মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের রেখে যাওয়া নাজুক অর্থনীতির পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি গৃহীত পদক্ষেপের কারণে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। তবে প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জোট সরকারের এক মাসের কার্যক্রমের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, সরকার সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ছাড়া দেশকে গত এক মাসে কিছুই দেয়নি। ষাটজন মন্ত্রী দেশ লুটপাট করে খাচ্ছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, জোট সরকারের মধুচন্দ্রিমার এক মাস সুখকর হয়নি। এক প্রতিকূল পরিবেশে ক্ষমতাসীন হয়ে প্রতিনিয়ত কাটাতে হচ্ছে জটিলতার মাঝে। গণতন্ত্রপ্রিয় এ দেশের মানুষ দেশের সার্বিক উন্নয়ন চায়। চায় শান্তিতে থাকতে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের পর জোট সরকারের এ দায়িত্ব বেড়ে গেছে।

ফ লো আ প

## পুলিশের মোবাইল ব্যবহার
# স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশ

'বেতন ৪৫০০ মোবাইল বিল ৭০৭০' এই শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছিল সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৪ সংখ্যা ২৪-এ। পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টরের বেতন আর মোবাইল বিলের এই অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছিল প্রতিবেদনটিতে। শুধু একজনের নয়, ডিএমপির অনেক ওসি ও সাব-ইন্সপেক্টর মাসে যত টাকা মোবাইল বিলের পেছনে খরচ করে তা তুলে ধরা হয়েছিল। তাদের সবাইকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের প্রাধিকার তালিকা TOEতে না থাকলেও পেশাগত কাজে তারা কেন মোবাইল ব্যবহার করেন? আর এই মোবাইল বিলের টাকাও আসে কোথা থেকে? তাদের কেউই এই প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিতে পারেননি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, মোবাইল সুবিধা থাকার কারণে তারাই সন্ত্রাসীকে আগাম খবর জানিয়ে পালানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়।

অবশেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীকার করে যে, পুলিশের মোবাইল ব্যবহার সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের প্রধান অন্তরায়। এ কারণেই ৮ নবেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করে।

আদেশে বলা হয়, পুলিশের ইন্সপেক্টর, থানার ওসি হতে কনস্টেবল পর্যন্ত সাতটি পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও সদস্যর মোবাইল ব্যবহার করতে পারবে না। নির্দেশের পরও যারা মোবাইল ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। আদেশটি সব পুলিশ কমিশনার, সব রেঞ্জের ডিআইজি ও ৬৪টি জেলার পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হয়।

# সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত

চট্টগ্রামের মিরসরাই, রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া, রাউজানের পশ্চিম নোয়াপাড়াসহ প্রায় সর্বত্র চলছে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা এবং লুঠতরাজ। এসব লুটপাট এবং আক্রমণে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিএনপির সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী, আতঙ্কের জনপদে পরিণত হচ্ছে একের পর এক বিভিন্ন এলাকা।

মিরসরাইয়ের দাসপাড়ার প্রায় দেড়শ' পরিবার, রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ার প্রায় পাঁচশ' নেতা-কর্মী (আওয়ামী লীগ) রাউজান পশ্চিম নোয়াপাড়ার একটি বাড়িসহ অসংখ্য বাড়িতে লুটপাটের কারণে অসংখ্য পরিবার এলাকা ছাড়া হয়ে গেছে। এর প্রতিবাদে বৃহত্তর চট্টগ্রামে ১৫ নবেম্বর হরতাল ডেকেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটি এবং ১১ দল।

সরেজমিন পরিদর্শনে গত ৭ নবেম্বর মিরসরাই দাসপাড়ায় বিভিন্ন নারী-পুরুষের অভিযোগে জানা যায়, ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান না হলে দাসপাড়ার হিন্দুদের অস্তিত্ব বিলীন (!) করে দেয়া হবে। গত ৫ নবেম্বর রাতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয় সাধু সুনীল দাস (২৫)। এসব আক্রমণে ৮টি বাড়ি আক্রান্ত হয়। একেক বাড়িতে সর্বোচ্চ ২৫টি পরিবার থাকে। এসব পরিবারের সহজ-সরল কিশোরী রূপনা রানী মজুমদার দশম শ্রেণীর ছাত্রী সাদাকালো নিপন ১৭ ইঞ্চি টিভির ভাঙা আয়না কুড়াতে কুড়াতে দু'হাতের অসংখ্য কাটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। মানবতার রক্তাক্ত রূপ ভেসে ওঠে, রক্তাক্ত হয় হৃদয়। কেবল অনড় থাকে নির্মম সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবল। অনুসন্ধানে জানা যায়, রাউজান-রাঙ্গুনিয়াতে সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনী, বেতবুনিয়ায় ছাত্রদল ক্যাডার বাহিনী এবং মিরসরাইয়ে তান্ডব চালায় একাত্তরের ঘাতক আলী আকবরের পুত্র ফিরোজ খান (মিঠানালা), তার ছোট ভাই নাজিমুদ্দিন খান, মঈনুদ্দিন, টিপু। এরা সবাই জামায়াত-শিবিরের প্রভাবশালী নেতা।

চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

# নতুন প্রেসিডেন্ট

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন চার দলীয় জোট প্রার্থী এ কি এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি দলীয় নয় দেশের রাষ্ট্রপতি পরিণত হবেন। গণতন্ত্রের স্বার্থে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করতে হবে... লিখেছেন **জাকির হোসেন**

অষ্টম জাতীয় সংসদের নতুন রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে তিনি সপ্তম রাষ্ট্রপতি। ইতিমধ্যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। তবে তিনি ১৫ নবেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন বলে আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বিএনপি ও চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে বিএনপি প্রার্থী অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পক্ষে ১০ নবেম্বর মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। এর আগে বিএনপি'র চেয়ারপাসন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অধ্যাপক বি চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়। ঐ বৈঠকে তিনি সংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করবেন বলে জানান। বি চৌধুরীর প্রেসিডেন্ট হবার কথা আগে থেকে শোনা যাচ্ছিল।

প্রেসিডেন্ট পদে ব্যারিস্টার রওশন আলী নামে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা পরে। তিনি জাতীয় পার্টির (এরশাদ) দলীয় প্রার্থী বলে দাবী করেন। পরে জাতীয় পার্টির সংসদীয় বোর্ড জানায়, রওশন আলীর সঙ্গে দলের কোন সম্পর্ক নেই। ১১ নবেম্বর নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ দু'জনের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করেন। রওশন আলী মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন। '৯১-এর সংসদীয় গণতন্ত্র উত্তরণের পর বিএনপি ক্ষমতাগ্রহণ করে। তখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন দলীয় প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস। '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলেও নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে মনোনয়ন দেয়। তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে গত ৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৮(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন প্রেসিডেন্ট থাকবেন। যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা সে কারণে নিশ্চিত বিজয় অর্জন

করেন। আর এ বছর বিএনপি ও চারদলীয় সরকার দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই বি চৌধুরীর রাষ্ট্রপতি হবার পথে কোন বাধা কাজ করেনি। অষ্টম সংসদের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এখন সংসদে যোগদান করেনি। তারা প্রেসিডেন্ট পদে কাউকে প্রার্থীও দেয়নি।

বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রেসিডেন্ট হওয়ায় মন্ত্রিসভায় রদবদল হচ্ছে। নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে বর্তমান আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের নাম শোনা যাচ্ছে। ব্যারিস্টার মওদুদ আইন মন্ত্রণালয় ছেড়ে দিলে আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আসতে পারেন বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকে দূরে থাকা খন্দকার সাহাবুদ্দিন। বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের ধাপগুলোর মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন একটি ধাপ। এরপরের ধাপটি থাকে সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ নির্বাচন আইন সংস্কার। এটি হয়ে গেলে বিএনপি সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণ হবে।

## সংখ্যালঘু সংকট এবং তৌহিদ আনোয়ার

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু প্রশ্নে একই দিনে দেশের দুটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত বিপরীতমুখী সংবাদ পাঠককে বিস্মিত করেছে। গত ১০ নবেম্বর প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছে কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়েছে। নির্যাতনের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন। একই দিনে ডেইলি স্টারে ছাপা হয়েছে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্য বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে পশ্চিম বাংলার পত্রিকাগুলো বাড়িয়ে লিখেছে। পত্রিকায় যা লেখা হচ্ছে, আসলে ঘটনা ততটা ভয়াবহ নয়। এই দুটি রিপোর্ট পাঠ করার পর পাঠক কোনটি বিশ্বাস করবেন?

এছাড়া সবকারি বিধি অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে তৌহিদ হোসেন কি সরকারের বক্তব্য তুলে ধরেছেন? তাহলে একদিকে সরকার প্রচার করছে দেশে কোনো সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই। যা হয়েছে তা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে সৃষ্ট। তাহলে সরকারের প্রতিনিধি ডেপুটি হাইকমিশনারকে দিয়ে বিদেশের মাটিতে কেন একথা বলানো হলো?

ডেপুটি হাইকমিশনারের বক্তব্যে যদি সরকারের অনুমোদন না থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে তিনি এ মন্তব্য করেন? বিদেশের মাটিতে বসে দেশ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করে আন্তর্জাতিক বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি কেন খর্ব করতে গেলেন? সরকারের অজ্ঞাতে যদি তিনি নিজ উদ্দেশ্যে এ ধরনের মন্তব্য করে থাকেন তাহলে তার সরকার কি চিন্তা-ভাবনা করবেন?

**শারদ রহমান**

## প্র তি বা দ

# আমি সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চাই

আমি অবশ্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। সাংবাদিকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের যে কোনো বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার আপনারা বাস্তবে প্রয়োগ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। আপনারা সমাজের অত্যন্ত মেধাবী ও সচেতন সম্প্রদায়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবুও অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অনেক সংবাদ প্রকাশিত হয়ে থাকে, বাস্তবতার সঙ্গে যার ফারাক থাকে। আমি জানি পত্রিকার সাংবাদিকরা আমার সম্পর্কে যে রিপোর্ট করেছেন তা অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে করেছেন। কিন্তু তবুও ঐ রিপোর্টে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যা আপনাদের প্রতি বিদ্বেষ হিসেবে গ্রহণ না করে বরং একজন শান্তিপ্রিয় সাধারণ নাগরিকের আকুতি হিসেবে গ্রহণ করে আপনার পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করলে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

আমি প্রথমেই সবিনয়ে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমার প্রতি রাজনৈতিক কারণে যে হয়রানি ও নির্যাতন করা হয়েছে সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই আমার ওপর নেমে আসে আওয়ামী নির্যাতনের স্টিমরোলার। বিশেষ করে গত বছরের ৭ এপ্রিল বিএনপি, ঢাকা মহানগরী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমার ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। আওয়ামী দুঃশাসনবিরোধী আন্দোলন করার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক মামলা। সে সমস্ত মামলায় বিএনপি ও ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয় এই সমস্ত রাজনৈতিক মামলা দায়ের করেও আমাকে যখন শহীদ জিয়ার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা যায়নি, তখন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতকে দুর্বল করার জন্য আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়, ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা হত্যা মামলা। একইভাবে ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের সময়ে এবং তার প্রাক্কালে আমার বিরুদ্ধে অনেক হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। সেগুলো আদালতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি।

আপনারা জানেন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকেরই রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমি যখনই আমার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছি তখনই আমার ওপর নেমে এসেছে নির্যাতনের ভয়াল হাতিয়ার। আর তাই বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকবান নাগরিকের কাছে আমার প্রশ্ন—রাজনীতি করা কি আমার বড় অপরাধ? স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার আমার কি কোনো অধিকার নাই? মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে কোনো কথা বলতে গেলে কি আমাকে আজীবন নির্যাতিত হতে হবে? আমি জানি আমার এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেশবাসীর জানা থাকলেও বিগত আওয়ামী সরকারের ছিল অজানা এবং অচেনা। আর তাই আমাকে ২০০১ সালের এপ্রিলে তৎকালীন সরকার গ্রেপ্তার করে আমার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের অংশ হিসেবে আমাকে বার বার ডিবি'র রিমান্ডে নেয়া হয়। জেলখানায় আমাকে রাখা হয় ফাঁসির সেলে

# আইএবি : স্থপতিদের অযৌক্তিক প্রতিষ্ঠান

*রিপোর্ট* **শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী বিল্ডিং সামগ্রী নির্মাণ প্রদর্শনী। প্রতি বছরের মতো আইএবি (ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস্ বাংলাদেশ) এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এই একই কর্মকান্ডকে ঘিরেই মূলত চলছে বর্তমান আইএবি'র বার্ষিক কার্যক্রম।

অতীতের কথায় এলে বাংলাদেশের নবীন ও প্রবীণ স্থপতিদের অধিকার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার অঙ্গীকার নিয়েই আইএবি'র জন্ম হয়। সরকারি রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকলেও আইএবি'র এখনও কোনো আইনগত গ্যাজেট তৈরি হয়নি। আইএবি মূলত নামসর্বস্ব একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটাই সিংহাসন বিহীন রাজার মতো। গত সরকারের শেষদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিলেও আইএবি শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোনো রূপ পায়নি। অবশ্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও যথেষ্ট অভাব ছিল বলেই অনেকে ধারণা করেন। আর তাই প্রফেশনাল ক্ষেত্রে অনেক স্থপতিই আইএবি'র তথাকথিত নিয়মের বাইরে কাজ করে গেলেও আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কোনো সুযোগই আইএবি'র থাকে না। এর ফলে যেমনিভাবে নতুন ও সম্ভাবনাময় স্থপতিরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তেমনি মুষ্টিমেয় স্থপতির হাতেই থেকে যাচ্ছে দেশের অধিকাংশ প্রজেক্ট। এভাবেই প্রচন্ড বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই চলছে আইএবি'র কার্যক্রম।

অনেক তরুণ স্থপতিই আইএবি'র অযৌক্তিক কর্মকান্ডের কথা বলতে গিয়ে এবারের প্রদর্শনীর কথা বলেছেন। প্রদর্শনীর মাত্র কয়েকদিন আগেই শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডিবিএইচ প্রোপার্টি ফেয়ার। বেশ জনারণ্য ছিল এই প্রোপার্টি ফেয়ার। অর্থাৎ সব শ্রেণীর মানুষেরই কম-বেশি বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে উৎসাহের কমতি নেই। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রী প্রদর্শনীতে গেলে ধারণাটা অনেকটাই পাল্টাতে হয়। শুধু হাতে গোনা দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানই সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। অংশগ্রহণকারী মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আটাশটির মতো। এর মধ্যে আইএবি'র ইনফরমেশন সেন্টার নিয়ন্ত্রণ করছিল নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা। তাই তথ্য সংগ্রহে ছিল যথেষ্ট বিড়ম্বনা। মেলা উপলক্ষে আইএবি'র তেমন কোনো পাবলিকেশনও ছিল না যা একজন সাধারণ মানুষকে তার স্বপ্নের বাড়িটি সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ সাহায্য করতে পারে। স্থপতি নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা হলেও প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়া স্থপতিদের উপস্থিতিও হতাশাব্যঞ্জক। অবশ্য এই ভবিষ্যৎটি বুঝতে পেরেই হয়তো প্রতিদিনকার পত্রিকায় প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনে বেশ বড় করেই উল্লেখ থাকতো 'আর্কিটেক্টস ও ভিজিটরদের জন্য বিশেষ র‍্যাফেল ড্রর ব্যবস্থা আছে'।

অনেক স্থপতিই মনে করছেন প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্যই যেন ছিল র‍্যাফেল ড্রতে অংশ

---

এবং সার্বক্ষণিক ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হয়। আমার ওপর নিয়োগ করা হয় একজন অতিরিক্ত সিপাহী। শুধু তাই নয় কারাগারে বন্দি থাকাবস্থায় আমাকে কয়েকটি এজাহারবিহীন পুরনো মামলায় জড়ানো হয়। এতকিছু সত্ত্বেও আমি সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদালতের মাধ্যমে জামিনে মুক্তি লাভ করেছি।

পৃথিবীতে শ্রমকে সকল মানুষই শ্রদ্ধা করে। আমার পিতা জাহাজে চাকরিরত থেকে আমাদের বিকশিত জীবন উপহার দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিজেও সব সময় আমার মেধা ও শ্রমকে বিনিয়োগ করে তিলে তিলে সাফল্যময় জীবন গড়ে তুলেছি। পৃথিবীর তথা এদেশের অনেক নাগরিকই নিজের শ্রম ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে নিঃস্ব থেকে কোটিপতি হয়েছেন। কারো খবর প্রকাশিত হয় আর কারোরটা চিরদিনই অজানা রয়ে যায়।

অবৈধ ব্যবসার চোরাগলিতে কখনো আমি হারিয়ে যাইনি, বরং প্রতিটি সরকারকেই নিয়মতান্ত্রিভাবে আমি নিয়মিত আয়কর প্রদান করে ব্যবসা করেছি। সমাজের আর দশজন নাগরিকের মত পরিবার-পরিজন নিয়ে ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের অবচেতন মনের সপ্নিল অভিলাষ, আর প্রচার প্রচারণা আমাকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একজন জিন্দালাশ-এ পরিণত করেছে। এ লাশ নিয়ে টানাহেঁচড়া করে আর লাভ কি? আমার সন্তানরা আর কতদিন সামাজিকভাবে মাথা হেঁট করে চলবে? আমার তথা আমার পরিবারের প্রতিটি প্রহর আজও অতিবাহিত হয় শঙ্কায়, অনিদ্রায় এবং চরম নিরাপত্তাহীনতায়। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে চাই।

ধন্যবাদান্তে

**আমিন রসুল সাগর**

সহ-সাধারণ সম্পাদক

জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

ঢাকা মহানগর।

---

২. আমি মোঃ আহসান উল্লাহ্ হাসান, কমিশনার ৬নং ওয়ার্ড, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। গত ৯-১১-২০০১ ইং তারিখে আপনার পত্রিকা সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৯ পৃষ্ঠার ১-এর কলামে আমাকে এবং কালা জাহাঙ্গীরকে ঘিরে যে সংবাদ ছাপানো হয়েছে, আমি তার প্রতিবাদ করছি। জাহাঙ্গীরকে চিনি বা জানি না। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না বা নাই।

**মোঃ আহসান উল্লাহ হাসান**

কমিশনার, ৬নং ওয়ার্ড

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।

৩. আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত ২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যার ১০-১১ নং পৃষ্ঠায় সুমি খানের 'চট্টগ্রাম-জামায়াতের সশস্ত্র অবস্থা' শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশ বিশেষের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের পক্ষে কাজ করার জন্য আমি শিবিরের ক্যাডার বাহিনী সংগঠিত করছি বলে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, চন্দনপুরা জামায়াত অফিসের কাছেই গোলজার বেগম স্কুলের পেছনে নাকি আমার বাসা এবং উক্ত বাসায় নাকি শিবির ক্যাডারদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করছি। জামায়াত অফিসের কাছে গোলজার বেগম স্কুলের পেছনে আমার বাসা কখনও ছিল না, এখনও নাই।

উক্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা, ঋণসহ সব প্রকার সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী ব্যাংক এ ধরনের সহায়তা কাউকে দেয়নি। এ ব্যাপারে তদন্ত করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

**এসএএম ছালেহ**

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।

নেয়া। এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সুযোগ হয়েছিল আইএবি'র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার।

***সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রদর্শনীতে লোকজনের সমাগম কেমন।***

**স্থপতি রবিউল হোসেন :** ভালোই তো মনে হচ্ছে।

***২০০০ : র‍্যাফেল ড্রর ব্যাপারটি কি?***

**স্থপতি :** র‍্যাফেল ড্র আসলে সবার জন্যই উন্মুক্ত ও ফ্রি। এর জন্য কোনো টিকেটের প্রয়োজন হয় না। শুধু ইনফরমেশন সেন্টারে রাখা কুপন জমা দিলেই হবে।

***২০০০ : স্থপতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ বলা হচ্ছে?***

**স্থপতি :** আসলে আমাদের ধারণা স্থপতিরা এতে হয়তো খুশি হবেন।

***২০০০ : এই প্রফেশনের সঙ্গে তো সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়াররাও জড়িত। তাহলে তাদের জন্য কি কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল না?***

**স্থপতি :** হয়তো ছিলো। আসলে আমরা ওভাবে বিষয়টি চিন্তা করিনি।

এছাড়াও আইএবি'র মেম্বারশিপ নিয়েও অধিকাংশ স্থপতিদের আছে নানা অভিযোগ। আইএবির সদস্য হতে হলে একজন প্রার্থীকে অবশ্যই বিআর্ক ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। অতঃপর তিনি ক্যান্ডিডেট মেম্বার হতে পারেন। এমনি ভাবে দু'বছর কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরির সনদসহ পুনরায় আইএবি ফরম জমা দিলে তিনি নিয়মিত সদস্য হিসেবে পরিগণিত হন। আইএবি প্রদত্ত মেম্বারশিপ অথবা ক্যান্ডিডেট নম্বর না থাকলে একজন স্থপতি রাজউকের সত্যায়িত হতে পারেন না। আর রাজউক অনুমোদিত না হলে তিনি কোনো ডিজাইন শিটে স্থপতি হিসেবে স্বাক্ষরও করতে পারেন না। আইএবি মেম্বারশিপ ফরম প্রায় সময়ই আইএবিতে পাওয়া যায় না।

আর ফরম নেয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয় পিয়নের কাছে, তাও আবার অধিকাংশ সময়ই সন্ধ্যার পরে। এ ছাড়াও অনেকে আছেন যারা ছয়-সাতবার গিয়েও ফরম সংগ্রহ করতে পারেনি। কারণ আইএবি এ সময় ছিল বন্ধ।

আইএবির মেম্বারশিপ চক্রে অনেক স্থপতি হতে পারছেন না রাজউক অনুমোদিত আর নবীন বুয়েট শিক্ষকরা যোগ্যতা থাকা স্বত্ত্বেও হতে পারছেন না নিয়মিত সদস্য কারণ সরকারি চাকরির বিধি অনুসারে তারা কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারেন না।

সর্বোপরি নামসর্বস্ব এই প্রতিষ্ঠানটির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেক স্থপতিই। প্রতিষ্ঠিত একটি প্রফেশনের এমনি একটি প্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই প্রফেশনালদের কাম্য নয়। তাই প্রবীণ ও নবীন সব স্থপতিরই উচিত আইএবি-কে সুষ্ঠু রূপ দেয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

# চাঁদাবাজির শিকার

ঢাকা ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার এসোসিয়েশন ঢুকা নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের একটি গ্রুপের অব্যাহত চাঁদাবাজির কারণে ঢুকার ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছে পরিচালনা কমিটি। তবে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, কেন্দ্রীয় নেতা বেনজীর আহমেদ টিটো, জয়ন্ত কুন্ডু, ইমরান ঢুকার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

'৯৮ সালের ডিসেম্বরে ঢুকার কার্যক্রম শুরু হয়। মাত্র দুইটি কম্পিউটার নিয়ে ঢুকা যাত্রা শুরু করে। দুটি কম্পিউটার থেকে আজ ঢুকার কম্পিউটারের সংখ্যা শতাধিক। ইতিমধ্যে ঢুকা থেকে ছয়টি ব্যাচের প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হয়েছে।

বর্তমানে চলছে সপ্তম ব্যাচের ক্লাস। আর অষ্টম ব্যাচের ভর্তি। প্রতিষ্ঠানটিতে এখন প্রায় পঞ্চাশজন লোক বিভিন্নভাবে কর্মরত রয়েছে। ঢুকা থেকে কম্পিউটার কোর্স শেষ করে অনেক শিক্ষার্থী ভালো চাকরি করছেন বলে জানা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের সার্বিক চেষ্টায় ঢুকা এখন বৃহৎ কাঠামোয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এখন সার্বিক তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষকও রয়েছেন পরিচালনা কমিটিতে।

সম্প্রতি কয়েকদফা চাঁদাবাজির দাবি ঢুকার কার্যক্রম ব্যাহত করছে। গত ১০ নবেম্বর বিকালে ঢুকায় ছাত্রদলের শহীদুল্লাহ হলের একটি গ্রুপ এসে চাঁদা দাবি করে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢুকার সদস্য জানান। তিনি আরো জানান, চাঁদা না দিলে ঢুকার সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়। এমন বিব্রতকর অবস্থায় ১১ নবেম্বর জরুরি বৈঠকে ঢুকা সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার এসোসিয়েশন ঢুকা কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চব্বিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থেই প্রয়োজন। ঢুকার পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তা দাবি করছে, এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খুব কম টাকায় উচ্চমানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।

ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন ২০০০কে বলেছেন, ঢুকার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সকল ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাহাদুর ব্যাপারী বলেন, ঢুকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ হাজার ছাত্রীর স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দিনের পরিবেশের আলোকে ঢুকার মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা খুবই দুরূহ! আইটি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্যও ঢুকাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

**রুহুল তাপস**

# দূষণমুক্ত ঢাকার অঙ্গীকার

ঢাকা মহানগর এখন গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে। বায়ু দূষণের প্রতিক্রিয়ায় এ শহরে প্রতিবছর কয়েক হাজার লোক মারা যাচ্ছে। বিকাশ ঘটছে না শিশুদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির। ঢাকাকে আগামী দুই বছরের মধ্যে দূষণমুক্ত শহর গড়ার দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে এসেছে বাতাস দূষণ প্রতিরোধ আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে গত ৯ নবেম্বর সংগঠনটির উদ্যোগে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বায়ু দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ার লক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়।

ঢাকা এখন বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নগরী। প্রতিদিন এ শহরে চার লাখ ইঞ্জিনচালিত যানবাহন বাতাস দূষণ করে চলছে। গাড়ির ধোঁয়ার সাথে নির্গত সালফার, বেনজিন, কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেনের নানা ধরনের বিষাক্ত উপাদান মহানগরের বাতাসকে দূষণ করে চলছে। এছাড়া ঢাকা শহরের চারপাশে গড়ে ওঠা ইটের ভাটার বিষাক্ত গ্যাস বায়ু দূষণকে আরো ত্বরান্বিত করছে। হাজারীবাগ ট্যানারির কেমিক্যালের বিষাক্ততা বাতাসকে করছে দূষণ। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের মানমাত্রা সহনশীলতাকে ছাড়িয়ে গেছে। কার্যত আমরা বাস করছি একটি গ্যাস চেম্বারের মধ্যে। বায়ু দূষণের কারণে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে নগরবাসী। দূষিত বাতাস নিঃশব্দে আক্রান্ত করছে নগরবাসীর ফুসফুস। বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুসারে দূষণের কারণে প্রতিবছর পঁচিশ হাজার লোক বাংলাদেশে মারা যাচ্ছে।

বাতাস দূষণ প্রতিরোধ আন্দোলনে ৯ নবেম্বরের সমাবেশে সমাজের বিবেকবান মানুষ শরিক হয়েছিল। সমাবেশে নগরীর কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও অন্তত ১০টি পরিবেশবাদী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে আগামী দুই বছরের মধ্যে বায়ু দূষণ প্রতিরোধে শপথ নেয়া হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাতাস দূষণ প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুজাফফর আহমেদ, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের দেশীয় প্রতিনিধি বদিউল আলম মজুমদার, অর্থনীতিবিদ ড. আতাউর রহমান, ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন। সমাবেশে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত ঢাকা মহানগরী গড়ে তুলতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে নির্মল বাতাসে ভরা অতীতের সেই সবুজ ও প্রাণবন্ত ঢাকাকে।

**জয়ন্ত আচার্য**

## দেশের প্রথম বধির শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা মাহফিল আরা রহমান

বধির শিক্ষার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশে বধির আন্দোলনের পথিকৃৎ হাই কেয়ার স্কুল এবং হিয়ারিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা বেগম মাহফিল আরা রহমান (৭৭) গত ৭ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মায়োরকোপিক হার্টঅ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র কন্যা মরহুম নাসরীন রহমান বধির হওয়ায় দেশে উপযুক্ত বধির শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন এবং তার পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিত্তের বিনিময়ে দেশে আজ ২২টি হাই কেয়ার স্কুল গড়ে উঠেছে। দেশে প্রথমবারের মতো হাই কেয়ার স্কুলের উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা মাহফিল আরা রহমান ঢাকা এবং চট্টগ্রামের নিজ বাসভবনে হাই কেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।


**ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন**

পাত্র চাই। অস্ট্রিয়াতে অবস্থানরত তালাকপ্রাপ্তা দুই কন্যা সন্তানের মাতার জন্য একজন শিক্ষিত ধার্মিক ও নম্র স্বভাবের পাত্র চাই। বয়স ৪০/৪৪ আবশ্যক। ডাক্তার পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। যদি কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি দায়িত্ব নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন– Monika, 90/9 Vorgarten Strasse, 1200 Wien, Austria, Europe

***

চারিপার্শ্বের অজস্র তরুণীর মাঝে কাঙ্ক্ষিত মানবীর ছবি খুঁজতে খুঁজতে অসহনীয় নিঃসঙ্গতায় নিরন্তর ক্ষয়িষ্ণু আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো সার্টিফিকেট, সাদামাটা অথচ শিক্ষিত পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটি মোটামুটি সম্মানজনক সরকারি চাকরি অসাধারণ কিছু নয়। তবুও আমার মানবিকতাবোধ, উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল চেতনাকে ঘিরে কি প্রবল আত্মহংকার! রবীন্দ্রনাথসম যে কোনো অনন্য সাধারণ বিশুদ্ধ শিল্পের স্রষ্টাকেই হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরকে একজন সমমনার সাথে শেয়ার করবো বলেই সুশিক্ষিতা কোনো মিষ্টি মেয়েকে পরিচয়ের আমন্ত্রণ।–অরণ্য, বক্স নং- ২৪৩, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

পাত্রী চাই, মুসলিম, সুশ্রী, অধ্যয়নরতা (অনূর্ধ্ব-২০) ছবি পাঠিয়ে শীঘ্র জানান। ডি.ই. ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে অবস্থানকারী, ঢাকাতে জায়গা। Contact : 7123150-121, E- mail- mg - mawla@bdonline.com, Post box no-1021, Dhaka shador main Post office, Dhaka-1100.